Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

Analysis of negative and non-negative uses of *nā*, particle of negation in Bengali

e¡ : eUbL "e¡ ' pcbL "e¡ '

Nag Goutam Kumar
Dept. of Foreign Languages, University of Burdwan, West Bengal, India

Abstract

The present paper consists of a linguistic analysis of different uses of the particle nā in Bengali. For any native speaker of the language, it is the particle of negation denoting absence or non-existence. Equivalent of no and not in English, nā however has a much wider use. We find many instances where nā, unlike its counterparts in English fulfils, at least apparently no negative function. Nā in such cases is redundant ; its omission does not render the sentence incorrect at the syntactic level , nor does it lead to any change in the semantic content of the proposition.This nā is termed in traditional Bengali grammar as bakyalankarbachak abyay i.e. expletive indeclinable. The aim of this article is to demonstrate that the apparently non-negative nā performs actually a negative role, though in a different sense. The secondary non-negative uses of nā are in absolute conformity with the fundamental characteristic of nā, the particle of negation. Through an in depth study of examples of negative and non-negative uses of nā we have attempted to bring out the unifying factor.

Key Words : particle of negation, negative, non-negative, expletive, unifying factor

Article

বাংলা ভাষায় ‘‘না’’ শব্দটি নঞর্থক অব্যয়রূপে চিহ্নিত। শব্দটি শোনামাত্র যে কোন বাংলাভাষীর প্রথমেই মনে আসবে ভাষায় এর নেতিবাচক প্রয়োগের কথা। যেমন :

HL : ---- বিমল কি চাকরি করে ?
---- না, বিমল চাকরি করে না, সে পড়ে।

cC : ---- শ্যামলবাবু কলকাতায় থাকেন ।
---- না, শ্যামলবাবু কলকাতায় থাকেন না। তিনি দিল্লিতে থাকেন।

বাক্যের আদিস্থিত ‘‘না’’ পূববর্তী বক্তব্যবিষয়কে খণ্ডন করছে। প্রথম উদাহরণে একটি প্রশ্নবাক্যের এবং দ্বিতীয় উদাহরণে একটি বিবৃতিমূলক বাক্যের বিষয়বস্তুকে অস্বীকার করা হয়েছে। ইংরাজি, ফরাসি ও জার্মানভাষায় এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে যথাক্রমে No, Non, Neinz দ্বিতীয় ‘‘না’’ অর্থাৎ বাক্যের অন্তস্থিত ‘‘না’’র অনুবাদ হবে ইংরাজিতে p¡q¡kÉL¡l£ œ²u¡ do–র সঙ্গে not যোগ করে (Bimal does not work) ——— ফরাসিতে ক্রিয়ার পূর্বে ne এবং পরে pas যোগ করে (Bimal ne travaille pas) —— এবং জার্মানে ক্রিয়ার পর nicht যোগে (Bimal arbeitet nicht)z h¡wm¡u ‘‘না’’একই সঙ্গে এই খণ্ডনাত্মক এবং নেতিবাচক সম্বন্ধনির্দেশক ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে আমরা ''না''র প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত দেখি যেখানে আপাতদৃষ্টিতে তার কোন নেতিবাচক ভূমিকা নেই।

tae : Lবি কাদের উদ্দেশে একথা বলেছেন ? না, দেশের ভাবী নাগরিকদের উদ্দেশে।
Q¡l : Bj¡র না বাড়িতে একটু কাজ আছে ।
f¡Q : ও এত বোকা না!
Ru : আর একটু থাকো না ।

বাক্যগুলি সমস্তই সদর্থক। তিন নং উদাহরণের আদিস্থিত ''না''র এক ও দুই নং বাক্যের ''না''র মত কোন খণ্ডনাত্মক ভূমিকা নেই। চার, পাঁচ নং বাক্যস্থ পদগুলির মধ্যে কোন নেতিবাচক সম্বন্ধ নির্দেশ করা হচ্ছে না। ছয় নং উদাহরণের অনুজ্ঞাবাক্যের ''না'' কোন নিষেধ বোঝাচ্ছে না। বস্তুতঃ এইসমস্ত বাক্যে ''না'' শব্দটি ব্যবহার না করলেও বাক্যের অর্থগত কোন পরিবর্তন ঘটে না, কেবল অনুভূতির সূক্ষ্ম তারতম্য ঘটে। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে সদর্থক বাক্যে নঞর্থক অব্যয় ''না''র এই প্রয়োগের কোন ব্যাখ্যা নেই। এই অসঙ্গতি দূর করতে এই ''না''র উপর বৈয়াকরণেরা বাক্যের অলঙ্করণের দায়িত্ব ন্যস্ত করে তাকে বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয় অভিধায় অভিহিত করেছেন।

এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নঞর্থক ''না'' এবং বাক্যালঙ্কারবাচক ''না''র প্রয়োগের মধ্যে এটা যোগসূত্র নির্দেশ করা। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে আপাতসদর্থক (আরও সঠিক অর্থে অনঞর্থক বা non-negative) ''না'' প্রকৃতপক্ষে একটা নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে ---- অবশ্য ভিন্নতর অর্থে।এই আলোচনাটিকে আমরা প্রধান দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছি। পর্যায় বিভাগ করা হয়েছে বাক্যে ''না''র অবস্থান অনুসারে। বাক্যের আদিস্থিত ''না'' নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম অংশে। দ্বিতীয় অংশে বাক্যের মধ্য এবং অন্তস্থিত ''না''র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর aat¡u অংশে নির্দেশ করা হয়েছে ''না''র অন্য একটি প্রয়োগ --- k¡ কোনটিরই অন্তর্গত নয়।

1.0 উত্তরবাক্যের পূর্বে স্থিত "e¡ '

কোন কিছু বলতে গিয়ে বক্তব্যবিষয়টি সরাসরি উপস্থাপন না করে বর্ণনীয় বিষয়টি সম্বন্ধে প্রশ্ন রেখে তারপর তার উত্তর দেওয়ার রীতি সব ভাষাতেই আছে।

p¡a : ঈশ্বর কোথায় আছেন ? মানুষের মধ্যে।
BV : phe¡j L¢ ? যে পদ বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।
নয় : কিভাবে সুখী হওয়া যায় ? পরোপকারের মধ্য দিয়ে।
cn : লেখক কাদের উদ্দেশে একথা বলেছেন ? দেশের ভাবী নাগরিকদের উদ্দেশে।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলি আদৌ প্রশ্ন নয়। এক্ষেত্রে বক্তার কোন জিজ্ঞাস্য নেই। বরং কোন কিছু জানানোই তার উদ্দেশ্য। সাত নং উদাহরণে ''ঈশ্বর মানুষের মধ্যে আছেন'' একথা বলতে গিয়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন রেখে ''মানুষের মধ্যে আছেন'' পদগুচ্ছের আবির্ভাবকে কিছুটা বিলম্বিত করে শ্রোতার মধ্যে কৌতূহল উদ্রেক করার চেষ্টা হয়েRz JC HLC প্রয়াস লক্ষ্যণীয় পববর্তী উদাহরণগুলিতেও। ইংরাজি, ফরাসি বা জার্মান ভাষাতেও এই উপস্থাপনারীতি অপ্রচলিত নয়। কিন্তু বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্য এই যে এইসমস্ত ক্ষেত্রে উত্তরবাক্যের পূর্বে ''না'' বসতে পারে।

HN¡l : ঈশ্বর কোথায় আছেন ? না, মানুষের মধ্যে। z
h¡l : phe¡j L¢ ? e¡, যে পদ বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।
তের : কিভাবে সুখী হওয়া যায় ? না, পরোপকারের মধ্য দিয়ে ।
চৌদ্দ : লেখক কাদের উদ্দেশে একথা বলেছেন ? না, দেশের ভাবী নাগরিকদের উদ্দেশে।

ইংরাজি, ফরাসি বা জার্মান ভাষায় এইসমস্ত ক্ষেত্রে ''না''র স্থানে No, Non, Nein বসতে পারে না। ওই খণ্ডনাত্মক শব্দগুলির প্রয়োগ হয় যখন প্রশ্নটি এক নং উদাহরণের মত ''thjm কি চাকরি করে '' --- এই আকারে থাকে।

(Does Bimal work? / Bimal travaille-t-il? / Arbeitet Bimal?) প্রশ্ন করা হচ্ছে ''¢hjm চাকরি করে'' (Bimal works / Bimal travaille /Bimal arbeitet) hQe¥V (proposition) paÉ e¡ ¢jbÉ¡z pত্য হলে উত্তরবাক্যের পূর্বে হ্যাঁ (Yes, Oui, Ja) বসবে, মিথ্যা হলে ওইস্থানে বসবে ''না'' (No, Non, Nein). কিন্তু প্রশ্নবাক্যে যখন কে, কী কোথায়, কখন, কেন এই জাতীয় প্রশ্নবোধক শব্দ থাকে তখন প্রশ্নটি ক্রিয়াসম্পাদনকারী, ক্রিয়াসম্পাদনের স্থান, কাল, কারণ প্রভৃতি সংক্রান্ত। এইসমস্ত ক্ষেত্রে কোন কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না। তাই এইসমস্ত ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে উত্তরবাক্যের প্রারম্ভে Yes, No,Oui, Non, Ja, Nein --- এইসমস্ত স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিবাচক শব্দের প্রয়োগ সম্ভব নয়। তাহলে বাংলার ক্ষেত্রে এগার থেকে চৌদ্দ নং উদাহরণে ''না''র প্রয়োগ কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ?

উল্লিখিত উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বর্ণনীয় বিষয়টি সম্বন্ধে প্রশ্ন রাখায় অনেকগুলি সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। ''ঈশ্বর কোথায়'' এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর মন্দিরে, মসজিদে, গির্জায়, স্বর্গে,মানুষের মধ্যে ....z ¢L¿ Ae¤Q¢Ia অনেক সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যে নির্বাচন করা হল শুধুমাত্র একটিকেই --- ''মানুষের মধ্যে'' --- h¡¢L ph pñ¡he¡ খারিজ করে দেওয়া হল। অর্থাৎ ঈশ্বর আর কোথাও নেই ---- তিনি মন্দিরে নেই, মসজিদে নেই, গির্জায় নেই, স্বর্গে নেই ---- তিনি আছেন কেবল মানুষের মধ্যেই। HL ew Ec¡qরণে একটি সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত বিষয়কে (''বিমলের চাকরি করা'') ''না''র প্রয়োগের মাধ্যমে অস্বীকার করা হয়েছে। এগার থেকে চৌদ্দ নং উদাহরণে কোন সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত বিষয় নয়, সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়েছে। খন্ডনীয় বিষয় অনুক্ত থাকায় ''না'' র নেতিবাচক ভূমিকাটি একনজরে অনুধাবন করা সম্ভব euz

2.0 বাক্যের মধ্য ও অন্তস্থিত 'না '

বাক্যের আদিস্থান ভিন্ন অন্যত্রস্থিত ''না''র এই আলোচনাকে আমরা প্রধান দুটি অংশে বিভক্ত করেছি। বিভাগ বাক্যের প্রকৃতি অনুযায়ী। **2.1. , 2.2.,** J **2.3.** অংশে সঙ্কলিত হয়েছে যথাক্রমে Ae¤¡h¡LÉ, ¢hhªajmL h¡LÉ J বিস্ময়বোধক বাক্যz **2.4.** Awশের নমুনাবাক্যগুলিতে 'না'র অবস্থান জটিল বাক্যের অপ্রধান উপবাক্যে।

2.1 অনুজ্ঞাবাক্যে 'না '

বাংলায় বর্তমান বা ভবিষ্যৎ উভয়প্রকার অনুজ্ঞার নঞর্থক রূপ হয় ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার ক্রিয়ারূপের সঙ্গে''না''যোগে। 'যাও' 'যেও' উভয়েরই নঞর্থক রূপ হবে 'যেও না'। বর্তমান অনুজ্ঞার সঙ্গে ''না'' যোগ করলে নিষেধ বোঝানো হয় না। যেমন --- k¡J e¡, hm e¡, öee e¡z
সদর্থক অনুজ্ঞাবাক্যে ''না''র এই প্রয়োগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা :

> চলতি বাংলা ভঙ্গিপ্রধান ভাষা, তার একটা লক্ষণ ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞায় অসঙ্গতভাবে না শব্দের ব্যবহার। এর কাজ আদেশ বা অনুরোধকে অনুনয়ে নরম করে আনা।
>
> 'হোক না' 'করোই না' ক্রিয়াপদে 'না' শব্দে নির্বন্ধ প্রকাশ পায়, কোনো-Hক পক্ষের অনিচ্ছাকে যেন ঠেলে দেওয়া। (...) তেমনি অনুরোধ জানানোর পরক্ষণেই 'না' বলে তার প্রতিবাদ করে অনুরোধের মধ্যে সম্মানের কাকুতি এনে দেওয়া হয়।[1]

অধ্যাপক পবিত্র সরকার বাংলা ভাষায় নিষেধাত্মক উপাদানের আলোচনায় ''না'' যুক্ত সদর্থক অনুজ্ঞাবাক্যের উদাহরণ দিয়ে মন্তব্য করেছেন :

> HC "e¡'-কে আমরা নির্বন্ধ, সম্মতি বা চ্যালেঞ্জ-সূচক বলতে পারি।[2]

এই দুটি আলোচনার সূত্র ধরে এই অংশে আমরা এই প্রয়োগের আর একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেব। আলোচনার SeÉ BjRা বেছে নিয়েছি 'যা' ধাতুর মধ্যমপুরুষের রূপটি --- ''না'' সহযোগে ''যাও''র প্রয়োগের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত আমরা দেখব।

পনের : ভাই, একটু দোকানে যাও না।
ষোল : দোকানে যাও না, যাও না, যাও না।
সতের : আঃ দেরি করছ কেন ? যাও না।
BW¡l : a¹j ওদের সঙ্গে পিকনিকে যাবে ? বেশ তো যাও না।
উনিশ : তুমি ভাষাতত্ত্বের বই খুঁজছো ? তা Ljm¡বাবুর কাছে যাও না।
কুড়ি : বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে ? যাও না, মজা দেখিয়ে দেবে।

পনের নং উদাহরণে বক্তা শ্রোতাকে দোকানে যেতে বলতে সঙ্কোচ বোধ করছে, শ্রোতার অসুবিধা হতে পারে ভেবে কিছুটা কুণ্ঠাসহকারে অনুরোধ করছে। ষোল নং উদাহরণে শ্রোতার দিক থেকে আলস্য বা অনীহা দেখা যাচ্ছে, বক্তা বারবার অনুরোধ করে চলেছে। সতের নং উদাহরণে বক্তা অধৈর্য হয়ে উঠেছে ; বাচনভঙ্গীর মধ্যে
সেই বিরক্তিই প্রকাশ পাচ্ছে। ষোল নং উদাহরণেও অধৈর্য প্রকাশ পেতে পারে কিন্তু দুটি উদাহরণের মধ্যে পার্থক্যটা মাত্রাগত। শেষোক্ত উদাহরণে বক্তার অধৈর্য বা বিরক্তি বহুগুণ প্রবল। আঠার নং উদাহরণে শ্রোতা পিকনিকে k¡Ju¡ সম্বন্ধে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। সে মনে করছে এজন্য বক্তার অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। বক্তা সেই অনুমতিই দিচ্ছে। এক্ষেত্রে সম্মতিদানের জন্যই অনুজ্ঞার ব্যবহার। উনিশ নং উদাহরণে শ্রোতা জানে না ভাষাতত্ত্বের বইয়ের খোঁজে কার কাছে যাওয়া উচিত। বক্তা ঠিক কোন অনুরোধ বা আদেশ করছে না, কোন পরামর্শ বা প্রস্তাব দিচ্ছে। কুড়ি নং উদাহরণে বক্তা জানে যে শ্রোতার পক্ষে বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টার পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে। তাই শ্রোতাকে সে অসাধ্যসাধনের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে; প্রকৃতপক্ষে শ্রোতাকে নিবৃত্ত করাই তার উদ্দেশ্য।

উদাহরণগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে । প্রতিটি ক্ষেত্রেই ক্রিয়াসম্পাদনের পথে কোন অন্তরায় আছে। এই বাধার কারণ এক একটি ক্ষেত্রে এক এক রকম। পনের নং উদাহরণে বক্তার সঙ্কোচ, ষোল ও সতের নং উদাহরণে শ্রোতার অনীহা, আঠার নং উদাহরণে শ্রোতার দ্বিধা বা সিদ্ধান্তগ্রহণের অক্ষমতা, উনিশ নং উদাহরণে শ্রোতার অজ্ঞতা, কুড়ি নং উদাহরণে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা। এইসমস্ত ক্ষেত্রে ''না''র নিষেধ পূর্ববর্তী ক্রিয়ার উপর বর্তাচ্ছে না, বর্তাচ্ছে ক্রিয়াসম্পাদনের পথের বাধার উপর। অর্থাৎ ''যাও না'' বলে যাওয়া ক্রিয়াটি ঘটাতে নিষেধ করা হচ্ছে না ; hlw সঙ্কোচ, অনীহা, সিদ্ধান্তগ্রহণের অক্ষমতা, অজ্ঞতা বা পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতাজনিত বাধা অতিক্রম করে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ঘটাতে বলা হচ্ছে।

বাংলার নঞর্থক অনুজ্ঞাবাক্য ''যেও না''র Cংরাজি, ফরাসি ও জার্মান অনুবাদ হবে ক্রিয়ার অনুজ্ঞারূপের সঙ্গে don't, ne .... pas, nicht যোগে : Don't go, Ne va pas, Geh nicht, কিন্তু ''যাও না''র অনুবাদ করতে গিয়ে কখনই উক্ত নঞর্থক শব্দগুলির ব্যবহার চলবে না। Go, va, geh ---- অনুজ্ঞারূপের সঙ্গে প্রসঙ্গ অনুযায়ী মনোভাবদ্যোতক কোন পদ বা পদগুচ্ছের ব্যবহার করতে হবে। বাংলার ''না''র সঙ্গে not, ne ...pas, nichtHl f¡bLÉ¢V m¢rZ£uz

2.2. বিবৃতিমূলক বাক্যে "e¡ '

এই অংশের আলোচনার সূত্রপাত করছি নিম্নোক্ত নমুনাবাক্যগুলি দিয়ে।

একুশ : আমার না আজ একটু তাড়া আছে।
বাইশ : আমি না সিনেমায় যেতে পারছি না।
তেইশ : Su¿ না আসতে রাজি হল না।
Q¢în : BS e¡ ¢qj¡wöhাবুর সঙ্গে দেখা হল।
f¢Qn : A¢i¢Sv না ক্লাসে প্রথম হয়েছে।

বাইশ এবং তেইশ ছাড়া সমস্ত বাক্যই সদর্থক। উক্ত নঞর্থক বাক্যদুটির নঞর্থক রূপ নির্ধারণ করছে বাক্যের অন্তস্থিত ''না''। এই ''না'' বাদ দিলে বাক্যদুটি সদর্থক হয়ে যায়। কিন্তু বাক্যদুটির দ্বিতীয় স্থানস্থিত ''না'' কেবলই h¡LÉ¡m˜¡lh¡QL AhÉuz

একুশ নং বাক্যে ''একটু তাড়া আছে'' বৈশিষ্ট্যটি ''আমার'' মধ্যে উপস্থিত। সুতরাং বাক্যের গঠক উপাদানগুলির সম্বন্ধ নেতিবাচক নয়। কিন্তু এই উপস্থিতির ফল বা পরিণাম নেতিবাচক। বক্তার এই তাড়া থাকা Ef‡Ùa hyক্তি বা ব্যক্তিদের মধ্যে কোন নেতিবাচক অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। তারা হয়তো আশা করেছিল বক্তা তাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকবে। তাড়া থাকায় সে আশা পূর্ণ হল না। ''না''র প্রয়োগের মধ্য দিয়ে এইবিষয়ে বক্তার সচেতনতার প্রতিফলন ঘটেছে। ''না'' শব্দটি বাদ দিলে বক্তব্যবিষয়ের কোন পরিবর্তন ঘটে না কিন্তু বক্তার দিক থেকে অস্বস্তিবোধ বা ক্ষমাপ্রার্থনার সুরটি থাকে না। আরও কিছুক্ষণ থাকার জন্য শ্রোতাদের অনুরোধ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করাই যদি বক্তার উদ্দেশ্য হত, যদি সে শ্রোতাদের মনোভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হত তাহলে ওই বাক্যে ''না''র ব্যবহার হত না। বাইশ নং উদাহরণ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য তবে ''আমি'' ও ''সিনেমায় যেতে পারা''র মধ্যে সম্বন্ধটি নেতিবাচক এটুকুই পার্থক্য। কিন্তু পূর্বোক্ত উদাহরণের মত এক্ষেত্রেও অনুমান করা যায় উপস্থিত ব্যক্তিদের আশা অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। ''আমি''র ঠিক পরবর্তী ''না''র মধ্য দিয়ে বক্তার সেই মনোভাবই প্রকাশ পাচ্ছে। তেইশ নং বাক্যের দ্বিতীয় স্থানস্থিত ''না''র প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জয়ন্তের আসতে রাজি না হওয়ায় বক্তার নৈরাশ্যের মনোভাবটি সুস্পষ্ট। চব্বিশ এবং পঁচিশ নং উদাহরণে বক্তার বিস্ময় প্রকাশ পাচ্ছে। সে বিস্ময় প্রবল হতে পারে, আবার ক্ষীণও হতে পারে। বিস্ময়ের মাত্রা প্রতিফলিত হবে বাচনভঙ্গীতে। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বাক্যদুটি যথাক্রমে ''আজ ‡qj¡wÖবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়া'' বা ''অভিজিতের ক্লাসে প্রথম হওয়া'' সম্বন্ধে নিরাবেগ বিবৃতি নয়। উভয়ক্ষেত্রেই উল্লিখিত ঘটনাটি ঘটায় বক্তা কিছুটা বিস্মিত বা উচ্ছ্বসিত এবং সেই অনুভূতি সে শ্রোতার মধ্যেও সঞ্চার করতে চায়। যদি ঘটনাদুটি সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত হত বা নিয়মমাফিক ঘটে থাকত, তাহলে এই ''না''র প্রয়োগ ঘটত না। ঘটনা ঘটলেও হঠাৎ যেন বিশ্বাস করা শক্ত ---- ''না''র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে।

দেখা গেল এই সমস্ত উদাহরণে ''না'' বাক্যের গঠক উপাদানগুলির মধ্যে কোন সম্বন্ধ নির্দেশ করছে না। এই সম্বন্ধ ইতিবাচক বা নেতিবাচক যাই হোক না কেন, তার ফলে অর্থাৎ কোন আধারে কোন বৈশিষ্ট্য উপস্থিত বা অনুপস্থিত থাকার ফলে, কোন ঘটনা ঘটার বা না ঘটার ফলে যখন তা বক্তা বা শ্রোতার প্রত্যাশা পূরণ করে না, দুঃখবোধ বা নৈরাশ্য জাগায়, বিশ্বাস করা অসম্ভব বা কঠিন হয়, তখন বাক্যে ''না''র প্রয়োগ ঘটতে পারে। কি¿ HC ''না''র ভূমিকা বাক্যের অভ্যন্তরে নয়,তার উদ্দেশ্য বক্তার অনুভূতির স্তরে সৃষ্ট নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিত দেওয়া।

বাক্যে অবস্থানের দিক থেকে এই বাক্যালঙ্কারবাচক ''না'' ও নঞর্থক ''না''র পার্থক্যটি সুস্পষ্ট। বিবৃতিমূলক বাক্যে ''না''র অবস্থান সাধারণভাবে বাক্যের শেষে, কিন্তু বাক্যালঙ্কারবাচক ''না''র অবস্থান বাক্যের শেষে হতে পারে না, সবসময়ই তা বাক্যের মধ্যে হবে। বাক্যের অভ্যন্তরস্থিত ''না''র স্থান পরিবর্তন করে তাকে বাক্যের শেষে বসালে বাক্যটি নঞর্থক হয়ে যায়, এবং সেক্ষেত্রে এই ''না''কে আর বাক্যালঙ্কারবাচক বলা যায় না, তা তখন নঞর্থক ''না''। যেমন :

----- BS e¡ ‡qj¡wÖবাবুর সঙ্গে দেখা হল।
----- BS ‡qj¡wÖবাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

2.3. বিস্ময়বোধক বাক্যে 'না '

আলোচনার জন্য আমরা বেছে নিয়েছি তিনটি বিস্ময়বোধক বাক্য :

ছাব্বিশ : ছেলেটা এত ভালো না!
সাতাশ : লোকটা এত বাজে বকে না!
আঠাশ : এই লাল জামাটা পরে তোমাকে যা দেখাচ্ছে না!

বলা বাহুল্য বাক্যগুলি সবই সদর্থক। ছাব্বিশ নং উদাহরণে বলা হচ্ছে ছেলেটি অত্যন্ত ভালো, অবিশ্বাস্য রকম ভালো, এতই ভালো যে আমাদের পরিচিত ''ভালোত্বের'' ধারণার সঙ্গে তা মেলে না। ভালোত্বর যেন একটা নিম্নসীমা আর Edhp‡j¡ রয়েছে। ভালোত্ব যখন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, তখন সেই নিম্নসীমার নিম্নে অবস্থিতিকে বোঝানোর জন্য আমরা বলি ''ভালো না''। এরপর ভালোত্বের বিভিন্ন স্তর রয়েছে ---- বেশ ভালো, যথেষ্ঠ ভালো, খুব ভালো, ভীষণ ভালো,

ইত্যাদি। কিন্তু উর্ধবসীমা অতিক্রম করে গেলেই আবার আসে ''ভালো না''। অর্থাৎ ''ভালোত্ব'' বৈশিষ্ট্যটি একেবারেই e¡ b¡L¡ Hhw j¡œ¡tatIš² b¡L¡ ---- উভয়ক্ষেত্রেই ''ভালো না''; শূন্য বা অসীম উভয়ের জন্যই ''না''।

এই মাত্রাতিরিক্ততার অনুভূতিই পরবর্তী উদাহরণদুটিতেও ''না''র প্রয়োগের ভিত্তি। ছাব্বিশ ও সাতাশ নং উদাহরণের পার্থক্য শুধু এইটুকুই যে প্রথম ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে একটি বিশেষ্যের বিশেষণ (ভালো) এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি ক্রিয়াবিশেষণ (বাজে)। এই দুটি উদাহরণের সঙ্গে পরবর্তী উদাহরণের পার্থক্য এই যে এক্ষেত্রে বিশেষণটি উহ্য রয়েছে। ব্যবহৃত হয়েছে শুধুমাত্র বিস্ময়দ্যোতক শব্দ (যা)। লাল জামাটি পরে শ্রোতাকে খুব সুন্দর অথবা খুব হাস্যকর দেখাচ্ছে ;বক্তা যেন তা বর্ণনা করতে অক্ষম। তবে বক্তার মনোভাব উচ্ছ্বসিত প্রশংসারই হোক বা প্রচণ্ড বিদ্রুপেরই হোক, ''না'' র প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার সেই অনুভূতির তীব্রতা প্রকাশ পাচ্ছে।

2.2. অংশে চব্বিশ ও পঁচিশ নং উদাহরণেও আমরা দেখেছি ''না''র প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বিস্ময়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

Qtîn : BS e¡ tqj¡wöh¡hl সঙ্গে দেখা হল।
ftQn : Atitsv না ক্লাসে প্রথম হয়েছে।

কিন্তু বাক্যদুটিতে কোন বিস্ময়সূচক শব্দ না থাকায় প্রকাশিত বিস্ময়ের মাত্রা অনির্দিষ্ট থেকে যায়। ছাব্বিশ, সাতাশ আঠাশ নং উদাহরণে ''এত'' ''যা'' জাতীয় বিস্ময়সূচক শব্দের উপস্থিতির ফলে বিস্ময়ের প্রাবল্য সুস্পষ্ট রূপেই প্রকাশ পেয়েছে।

এই অংশের তিনটি নমুনাবাক্যেই বাক্যালঙ্কারবাচক ''না''র অবস্থান বাক্যের শেষে। কিন্তু বিস্ময়বোধক বাক্যে বাক্যালঙ্কারবাচক ''না''র বাক্যের অভ্যন্তরে বসতে বাধা নেই।

Fetœn : aC La I‰C e¡ S¡tep!
tœn : সে কী কান্নাটাই না কাঁদল!
HLtœn : I¡Sfœl LaC e¡ Ink!

এই অবস্থানবৈচিত্র্যের অর্থ এই নয় যে বিস্ময়বোধক বাক্যে যেমন খুশি বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয়ের স্থানপরিবর্তন করা যায়। আমরা বলতে পারি :

বত্রিশ : এই জামাটা গায়ে দিয়ে তোমাকে কী সুন্দর লাগছে না!
তেত্রিশ : এই জামাটা গায়ে দিয়ে তোমাকে কী সুন্দরই না লাগছে!

কিন্তু আমরা বলতে পারি না :

চৌত্রিশ : * এই জামাটা গায়ে দিয়ে তোমাকে কী সুন্দরই লাগছে না!

বিস্ময়বোধক বাক্যে বাক্যালঙ্কারবাচক ''না''র অবস্থান নির্ভর করবে বাক্যের গঠক উপাদানগুলির উপর আরোপিত আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর। যে পদের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে, যাকে কেন্দ্র করে বিস্ময়ের BtdLÉ fL¡n পাচ্ছে, সেই পদের পরেই ''না'' বসবে। যখন ক্রিয়াপদের উপর এই জোর দেওয়া হবে তখন বাংলা বাক্যের পদক্রম অনুযায়ী ''না''র অবস্থান হবে বাক্যের শেষে --- যেমন ঘটেছে সাতাশ ও আঠাশ নং উদাহরণে। ক্রিয়াবিহীন ছাব্বিশ নং বাক্যে ''ভালো''র আধিক্য নির্দেশ করা হচ্ছে বলে ''ভালো''র পর ''না''র অবস্থান। ঊনত্রিশ, ত্রিশ, একত্রিশ নং বাক্যগুলিতে ''ই''র প্রয়োগ থেকেই বোঝা যায় যে বিস্ময়ের প্রাবল্য প্রকাশ পাচ্ছে যথাক্রমে ''রঙ্গ'' ''কান্নাটা'' ও ''কত'' পদগুলিকে ঘিরে। এই পদগুলির পরই ''না''র অবস্থান। একইভাবে বত্রিশ ও তেত্রিশ নং উদাহরণে ''না''র অবস্থান ব্যাখ্যা করা যায়। চৌত্রিশ নং উদাহরণে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বিশেষণপদ ''সুন্দর''এর উপর : tL¿ ''না''কে ঠিক ''সুন্দর'' পদটির পর না বসিয়ে পরবর্তী ক্রিয়াপদের পর বসানোয় বাক্যটি অশুদ্ধ।

উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, ''না''র প্রকৃতি নির্ধারণে শ্বাসাঘাতের (stress) একটা ভূমিকা থাকতে পারে। সাধারণভাবে বাংলায় বাক্যে শ্বাসাঘাতের কোন অর্থনির্ণায়ক ভূমিকা নেই; শ্বাসাঘাতের অবস্থানের পরিবর্তনে বাক্যের অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না। বিপরীত দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল। তেমনই একটি ব্যতিক্রম Ec¡q‌lZ f¡Q ew Ec¡q‌lZh¡LÉ\V :

ও এত বোকা না

এই ''না'' যদি বাক্যলঙ্কারবাচক হয়, অর্থাৎ বাক্যটি যদি সদর্থক বিস্ময়বোধক হয়, তবে শ্বাসাঘাত পড়বে বিশেষণ ''বোকা''র প্রথম দল (syllable) ''বো''র উপর। বাক্যটির অর্থ উল্লিখিত ব্যক্তিটি অত্যন্ত নির্বোধ, অবিশ্বাস্য রকম নির্বোধ। কিন্তু শ্বাসাঘাত যদি ''না''র উপর পড়ে তখন বাক্যটি নঞর্থক হয়ে যায়। তার অর্থ দাঁড়ায় উল্লিখিত ব্যক্তিটিকে শ্রোতা যতটা নির্বোধ মনে করেছিল,ততটা নির্বোধ সে নয়। এক্ষেত্রে শ্বাসাঘাতের অবস্থান স্থির করছে ""e¡''h¡LÉ¡m¯¡lh¡QL e¡¢L eUbLz

2.4. জটিলবাক্যের অপ্রধান উপবাক্যে 'না '

2.2. অংশের মত এই অংশের নমুনাবাক্যগুলিও বিবৃতিমূলক ; পার্থক্য এই যে পূর্বোক্ত নমুনাবাক্যগুলি সবই ছিল সরলবাক্য। আলোচ্য অংশের বাক্যগুলি জটিলবাক্য এবং ''না''র অবস্থান অপ্রধান উপবাক্যে (sub-ordinate clause)

fu¢œn : আমি কথাটা বলতে না বলতেই সে চিৎকার করে উঠল।
R¢œn : p¤j‌a যেই না ঘরে ঢুকেছে, অমনি কুকুরটা তার উপর লাফিয়ে পড়ল।

পঁয়ত্রিশ নং উদাহরণের অপ্রধান উপবাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে -তে অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব (বলতে বলতে): ছত্রিশ নং উদাহরণের ক্ষেত্রে সমাপিকা ক্রিয়া (ঢুকেছে)। উভয়ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রথম অর্থাৎ অপ্রধান উপবাক্যের ¢œ²u¡¢V (Bj¡l Lb¡ hm¡, সুমিতের ঘরে ঢোকা) ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় ক্রিয়াটি ঘটেছে। দুটি ক্রিয়ার মধ্যবর্তী কালগত ব্যবধান এত সামান্য যে প্রথম ক্রিয়াটি যে ঘটেছে তাই যেন হৃদয়ঙ্গম করা যাচ্ছে না। পঁয়ত্রিশ নং উদাহরণে -তে অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব ক্রিয়ার অসমাপ্ত অবস্থা নির্দেশ করছে; ছত্রিশ নং উদাহরণে ''যেই'' প্রথম ক্রিয়ার অনুষ্ঠানমুহূর্ত নির্দেশ করছে। এর সঙ্গে ''না''র সংযোগ যেন ঘটনাটি ঘটেছে কি ঘটে নি তাই নিয়েই সংশয় সৃষ্টি করছে। ইংরাজিতে এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে hardly,ফরাসিতে à peine. অর্থাৎ প্রথম ক্রিয়াটি যে ঘটেছে একথা বিশ্বাস করা LøLl : 0Ve¡l âaa¡য় বক্তার যেন ঘোর কাটে নি। শব্দদুটি বিশ্বাস করার বাধার কথা বলছে। এক্ষেত্রে বাংলায় ''না''র প্রয়োগ বলছে ঘটনাটি যেন ঘটেই নি।

এই ক্ষেত্রে ''না'' র অবস্থান সমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে (যেই না বলেছি, যেই না এসেছে, যেই না গেছে) এবং -তে অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদগুচ্ছের মাঝখানে (যেতে না যেতেই, বলতে না বলতেই, আসতে না আসতেই ......) । এই ''না''কখনই ক্রিয়ার পরে বসতে পারে না ; আমরা বলতে পারি না : * যেই গেছে না, যেই বলেছে না, *যেতে যেতেই না, *বলতে বলতেই না, ...z

3.0 আশঙ্কাদ্যোতক বাক্যে 'না '

এই অংশের eje¡h¡LÉগুলিতে hÉhq¡a ''না''র এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে এযাবৎ আলোচিত বাক্যালঙ্কারবাচক ''না''র থেকে পৃথক করে দিয়েছে। আমরা দুটি নমুনাবাক্য বেছে নিয়েছি।

p¡C¢œn : BS på¿Éu hø e¡ qu!

আটত্রিশ : এত দেরি করছ ---- ‡hSuবাবু আবার ফিরে না যান!

এই উদাহরণগুলিতে কোন ঘটনার না ঘটার কথা বলা হচ্ছে না। বরং দেখা যাচ্ছে ''বৃষ্টি হওয়া'' বা ''অমলবাবুর ফিরে যাওয়া'' ঘটনাগুলির ঘটার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ঘটনাগুলি বক্তার পক্ষে অনভিপ্রেত।
সেই আশঙ্কা বা না চাওয়ার ভাষাগত রূপায়ণ ঘটেছে ''না''র প্রয়োগের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে ল্যাটিনের সঙ্গে বাংলার বাক্যবিন্যাসরীতির আংশিক সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটার আশঙ্কা ব্যক্ত করতে ল্যাটিনে ভীতি বা আশঙ্কাসূচক ক্রিয়াযোগে অপ্রধান উপবাক্যের ক্রিয়ার পূর্বে নঞর্থক শব্দ ne hÉhq‡a quz

Timeo ne hostis veniat.
Bn^¡ LI‡R (eUbL në) nœ আসবে

Ne শব্দটি ব্যবহৃত হয় নিষেধাত্মক অনুজ্ঞার ক্ষেত্রে।
Ne mortem timueritis ----- মৃত্যুকে ভয় কোর না।
‡L¿ HC ne নঞর্থক বিবৃতিমূলক বাক্যে ব্যবহৃত হয় না; সেক্ষেত্রে non fkš² quz
Venit ---- সে আসে। Non venit ---- সে আসে না।

পূর্বের উদাহরণটিতে ne ব্যবহৃত হয়েছে যদিও Hostis veniat উপবাক্যটি নঞর্থক নয়। অর্থগত বিচারে ne në‡V সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তবুও আশঙ্কাসূচক ক্রিয়াযোগে উপবাক্যে এই প্রয়োগই ল্যাটিনের প্রচলিত রীতি ছিল। তবে বাংলায় এক্ষেত্রে ল্যাটিনের মত আশঙ্কাসূচক ক্রিয়াটি বাক্যে উপস্থিত থাকে না। আমরা বলতে পারি না :

* Bn^¡ LI‡R BS på‡¡u h‡ø e¡ quz
* Bn^¡ LI‡R ‡hSuবাবু আবার ফিরে না যান।

আশঙ্কাদ্যোতক ক্রিয়াটি উল্লিখিত থাকলে ''না''র প্রয়োগ হয় না। সেক্ষেত্রে আমl¡ hmh :

আশঙ্কা করছি আজ সন্ধ্যায় বৃষ্টি হবে।
Bn^¡ LI‡R ‡hSuবাবু ফিরে যাবেন।

সাঁইত্রিশ ও আটত্রিশ নং উদাহরণগুলিতে ব্যবহৃত ''না''কে বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয় অভিধায় চিহ্নিত করা যায় না কেননা এক্ষেত্রে শব্দটি বাদ দিলে বাক্যদুটি ব্যকরণসম্মত হয় না। আমরা বলতে পারি e¡ :

*BS på‡¡u h‡ø qu!
*এত দেরি করছ ---- ‡hSuবাবু আবার ফিরে যান!

সুতরাং এক্ষেত্রে ''না''র প্রয়োগ ঐচ্ছিক নয়, আবশ্যিক। আবার এই ''না''কে নঞর্থকও বলা চলে না কারণ এক্ষেত্রে কোন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাই নির্দেশ করা হচ্ছে (বৃষ্টি হওয়া, অমলবাবুর ফিরে যাওয়া)।সুতরাং উক্ত উদাহরণগুলিতে প্রযুক্ত ''না'' নঞর্থক বা বাক্যালঙ্কারবাচক কোন শ্রেণিরই অন্তর্গত নয়; এটি একটি স্বতন্ত্র ''না''।

Efpwq¡l

সমস্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বাংলায় তথাকথিত বাক্যালঙ্কারবাচক অব্যয় 'না'র কাজ কেবলমাত্র বাক্যের অলঙ্করণ নয়।নেতিবাচক 'না'র নত সেও একটি নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে --- ‡i‰al অর্থে। ইংরাজি, ফরাসি বা জার্মানে no, non,nein,not, ne... pas, nicht –এর চেয়ে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রটি প্রশস্ততর।

Bjl¡ c¢V fa¢L£ fc X Hhw Y নিয়ে বলতে পারি Y-°h¢nøÉ¢V kMe X-এর মধ্যে অনুপস্থিত এবং সেই অনুপস্থিতি বা অনস্তিত্ব যখন আমাদের জ্ঞানে সত্য তখনই আমরা বলব X is not Y; X n'est pas Y; X ist nicht Y z ¢L¿ আমাদের জ্ঞানেও যদি Y-°h¢nøÉ¢V X-এর মধ্যে বর্তমান থাকে অর্থাৎ প্রতীকী বাক্যটি যখন X is Y; X est Y; X ist Y aMeJ বাংলায় আমরা এই নেতিবাচক শব্দ ''না'' ব্যবহার করতে পারি, যদি এই ইতিবাচক সম্বন্ধটি কোন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যদি আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত হয়, অথবা যদি তা আমাদের মনে আশঙ্কা জাগায়। নেতিবাচকের এই ব্যাপকতর ব্যবহার কি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনদর্শনের কোন পার্থক্যের ইঙ্গিতবাহী? এ কি ''নেতি নেতি p¢øfLlZj ''এর ভাষাগত উত্তরাধিকার? এই প্রশ্নটি আমাদের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। দর্শন বা সমাজতত্ত্বের গবেষকরা এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারেন।

abÉpœ

1 . W¡Ll , lh£%ce¡b , h¡wm¡ i¡o¡-f¢lQu, *lh£%c lQe¡hm£* ত্রয়োদশ খণ্ড ১৯৯৫, কলিকাতা, বিশ্বভারতী , fù¡ : 617

2. সরকার , পবিত্র , বাংলা ভাষার নিষেধাত্মক উপাদান, *h¡wm¡ f¢œL¡ : i¡o¡ J p¡¢qaÉ* '84 - 85, k¡chfl ¢hn¢hcÉ¡mu, 1985, fù¡ : 76

pq¡uL N¿

চ—¡f¡dÉ¡u pe¢aLj¡l : i¡o¡-fL¡n h¡‰¡m¡ hÉ¡LlZ, L¢mL¡a¡, fbj pwúlZ 1939, fbj l¢f¡ pwúlZ 1988

i—াচার্য সুভাষ বাংলা ভাষার সাত সতের, কলিকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৭